শিপ্রা- এক শুশ্রুষাকারিণীর কথা

কোভিড-১৯ সম্পর্কে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রতিবেদন
একটি স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠী

IndiSciCovid

https://indscicov.in/

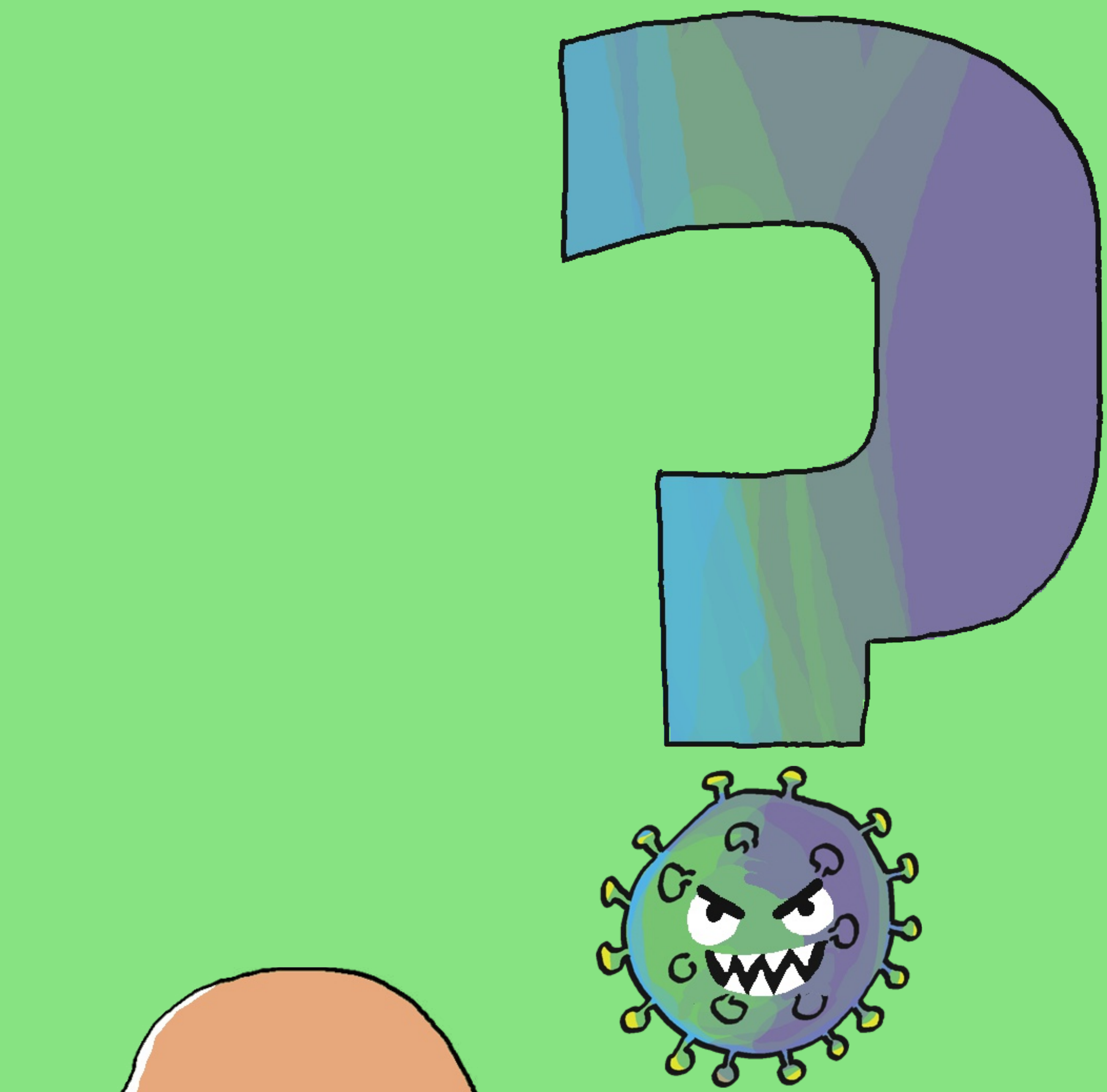

Indian Scientists' Response to COVID-19

শিপ্রা তার শ্বশুরমশাইকে নিয়ে চিন্তিত। তার বেশ জ্বর, সঙ্গে খুব কাশি। পরিবারের সকলেই তার কষ্টটা অনুভব করতে পারছে।

শিপ্রার মেয়ে সুমু সদ্য কেনা থার্মোমিটারটা দিয়ে নিয়মিত তার ঠাকুরদার শরীরের তাপমাত্রা দেখছে। মনোজ-এর এ ধরণের ফ্যান্সি জিনিষ অপ্রয়োজনে কেনার ইচ্ছে ছিল না। কপালে হাত রেখে আর নাড়ি দেখেই তো দিব্যি কাজ চালানো যায়, মনোজ বলেছিল। সুমু কিন্তু জোর দিয়ে বললঃ "এই দুঃসময়ে, থার্মোমিটার বাড়িতে রাখা দরকার, কেবল জ্বর হয়েছে কিনা বোঝার জন্যই নয়, শরীরের সঠিক তাপমাত্রা জানার জন্যও। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার সময় আমাদের বলা চাই কত সময়ে তাপমাত্রা কতখানি বেড়েছে।" সুমু কেমন করে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কথা বলছিল, যেন সে নিজেই মস্ত একটা কেউ- এসব বলে ছোট ভাই সন্তু দিদিকে খেপাচ্ছিল কিন্তু শিপ্রা তার ষোড়শী মেয়ের দায়িত্বশীলতা নিয়ে গর্বিত।

শিপ্রা প্রায় সবার থেকে শুনে ইতিমধ্যে বুঝে গেছে যে বুড়ো মানুষটির সম্ভবত ‘সেই করোনা’ হয়েছে, যার ফলে তাদের জীবনটা থমকে গিয়েছে। শিপ্রা লোকের বাড়ি পরিচারিকার কাজ করে, মনোজ একটি কাপড়ের দোকানের দরজি। দুটি সন্তান, মনোজ-এর বয়স্ক বাবা-মা কে নিয়ে তাদের সংসার অতি কষ্টে চলে। ছ’জনে গাদাগাদি করে একটি ছোট বাড়িতে থাকে, তাতে একটি বড় ঘর, রাস্তার দিকের একটি ছোট ঘর, পেছনে রান্নাঘর, স্নান করা, কাপড় কাচার জায়গা আর তার পেছনে একটি শৌচাগার--রাস্তার দিকের ঘর থেকে শৌচাগারটি অবধি কামরাগুলো যেন একটি সরু, সমকোণ চতুর্ভুজের গণ্ডিতে রয়েছে পরপর। শৌচাগারের ঠিক পেছনেই স্থানীয় খাল। নাহ, কেউ বলবে না, খালের জল বয়ে চলেছে, বরং বলা চলে এটি একটি বদ্ধ জলা, মশার বংশবৃদ্ধির আদর্শ স্থান। এত অসুবিধে সত্ত্বেও শিপ্রা ভাগ্যবিধাতার কাছে কৃতজ্ঞ, তবু তো তাদের নিজস্ব একটি শৌচাগার রয়েছে; তার ভাইয়ের পরিবারকে তো অন্য তিনটি পরিবারের সঙ্গে একটি শৌচাগার ভাগ করে নিতে হয়।

এখন তাদের রোজগার বন্ধ, সামান্য যে কটা টাকা জমানো ছিল, জলের মতো খরচ হয়ে চলেছে সেটুকু। ছ’টি মুখে খাবার জোগানোর ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। বৃদ্ধ মানুষটি অসুস্থ, কে জানে করোনার জন্যে ওষুধপত্র কিনতে কত খরচ পড়বে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হলেই বা কী হবে? সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ দিতে হয়না ঠিকই কিন্তু আনুষঙ্গিক নানা খরচের কথা যে সেখানে যায় সেই জানে।

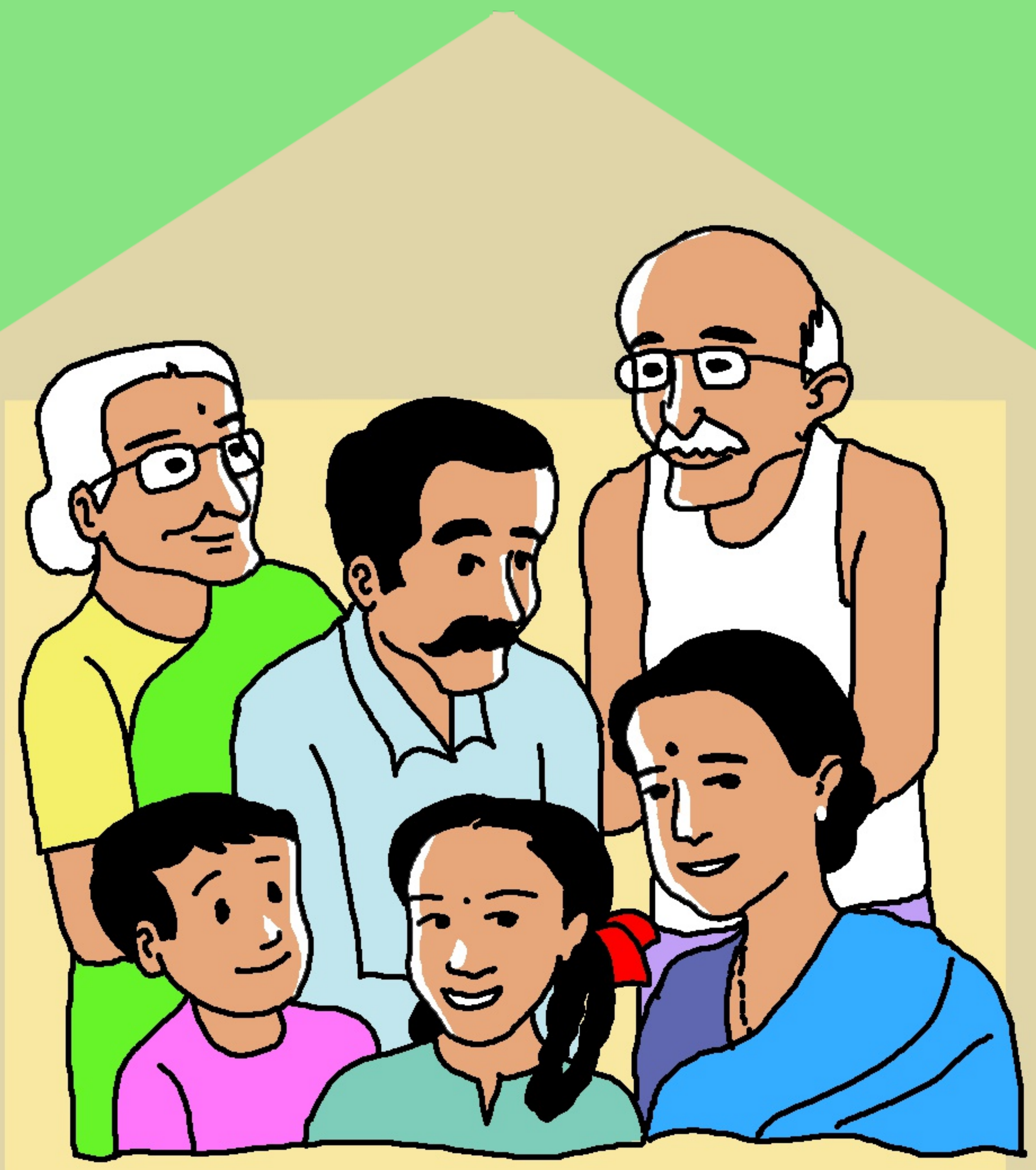

হাসপাতালে তারা যাবেই বা কী করে? শিপ্রা শুনেছে অ্যাম্বুলেন্সই নাকি বাড়ি এসে রুগীকে নিয়ে যায়। কিন্তু তাদের মতো গরিবগুরবোদের নিতে কি অ্যাম্বুলেন্স আসবে? শিপ্রা ভেবে চলে... সে যে বাড়িতে কাজ করত, সেখানে একজন বৃদ্ধার স্বাস্থ্য নিয়ে বাড়ির সকলে চিন্তিত; অ্যাম্বুলেন্স নিশ্চয়ই সেই বৃদ্ধার জন্যে আসবে। শিপ্রার বাড়ির বৃদ্ধ মানুষটিকে যদি অ্যাম্বুলেন্স নিতেও আসে, তাহলেও কি চিন্তামুক্ত হওয়া যায়? হাসপাতালে বেলায় বেলায় খাবার নিয়ে যাবে কী করে শিপ্রা, এখন যে বাস চলাচল বন্ধ? রুগীর নিয়মিত আহারের দায়িত্বে সরকারকে কি ভরসা করতে পারে সে? হাসপাতালের যে অবস্থা সে দেখেছে তাতে সে নিঃসংশয় হতে পারে না। তাও ভালো যে তার শাশুড়ি মা অসুস্থ হয়ে পড়েননি, তিনি মেজাজি মানুষ, হাসপাতালের ক্যান্টিনের খাবার তিনি ছুঁয়েও দেখতেন না।

শিপ্রা মাথা থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে। বৃদ্ধ মানুষটি করোনা আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এখন তাঁকে খানিকটা সুস্থ দেখাচ্ছে। জ্বর, কাশি-এসব অসুখ বছরে বার কয়েক সকলেরই হয়ে থাকে। জ্বর ১০০র কিছু বেশী। শিপ্রা সেই ভালো ডাক্তার শ্রীমতীর ফোন নম্বর মনে করে রেখেছিল ভাগ্যিস, তাঁকে সে এখন কল করে। ডঃ শ্রীমতী তার কথা মন দিয়ে শোনেন আর বলেন যে শ্বশুর মশাইকে পরীক্ষা করাতে হবে কোভিড (করোনার আরেকটি নাম!) এর জন্য। কিন্তু হাসপাতালে পরীক্ষা করানোর জন্যে এখন অনেকের ভিড়, এখুনি হাসপাতালে ছোটার প্রয়োজন নেই, সে বরং আরও একটা দিন অপেক্ষা করে দেখতে পারে। ডঃ শ্রীমতী বলেন, দুটো ব্যাপার জরুরি, মানুষটির অসুখ কার থেকে হয়েছে সেটি খুঁজে বের করে তাঁকে জানাতে হবে এবং শ্বশুর-কে আইসোলেশনে রাখতে হবে। অর্থাৎ বাড়িতে অন্যদের থেকে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

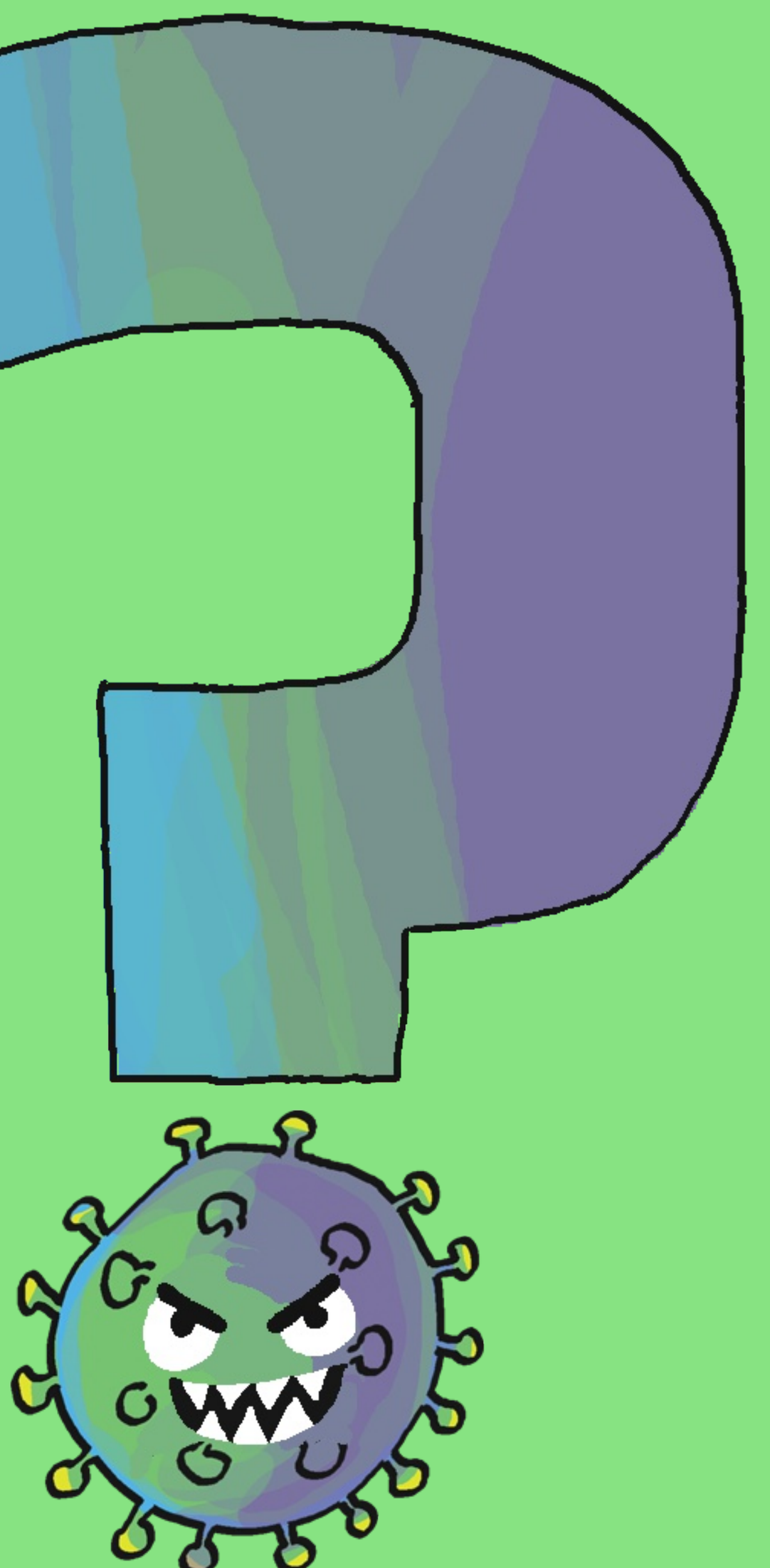

আইসোলেশনের ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লাগলো শিপ্রার, কিন্তু এখন তার কাছে বিষয়টা পরিষ্কার। সে এ ব্যাপারে সুমু-র সঙ্গে কথা বলেছে, সুমু একটা কাগজে এক এক করে নির্দেশগুলো স্পষ্ট করে লিখল। শিপ্রা এই নির্দেশগুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে তার শাশুড়ি মায়ের সমর্থন নিয়ে নিল। তিনি এসব কতটা বুঝতে পারছেন সেটা পরিষ্কার নয়, কিন্তু বৃদ্ধার নিজের যৌবনকালে দেখা বসন্ত রোগের প্রকোপ, সে সময়ে রোগীর বাড়ি সংক্রমণ ঠেকাতে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করত-- সেসব দিন শাশুড়ি মায়ের স্মৃতিতে আজও টাটকা। হয়তো সে জন্যই তিনি এখনকার পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন।

মনোজ কে তার বাবা-র সংস্পর্শে থেকে তাকে দেখভালের দায়িত্ব দেয়া হল। কেবল এক জনই রোগীর কাছাকাছি থাকতে পারবে। শিপ্রা-কে বাড়ির অনেকের দেখাশোনা করতে হয়, সুমুর চুলে তেল, চুল আঁচড়ানো থেকে শাশুড়ি মা-কে ওষুধ খাওয়ানো, বাড়ির সবার জন্যে রান্না করা-একা হাতে সবই সামলাতে হয় শিপ্রা-কে। সে তাই শুশ্রূষাকারিণীর দায়িত্ব নিতে পারে না! যাই হোক, মনোজ-কেই সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে, তারই তো বাবার অসুখ। সুমুর সাহায্যে শিপ্রা কোমর বেঁধে লেগে পড়ল কাজে। মনোজ আর তার বাবা যতই গজগজ করুক, ছোট্ট বাড়িটি রূপান্তরিত করা হলো।

১। মনোজের বাবা-কে সামনের ছোট কক্ষটিতে স্থানান্তরিত করা হলো। এই ঘরটি ছিল মনোজ আর সন্তুর দখলে, কিন্তু এই ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কোনো উপায়

নেই। ছোট ঘরটির এক কোণে একটি পাত্রে সাবান জল আর ভেজা কাপড় রাখা হলো, জিনিসপত্র মোছার জন্যে। এর দায়িত্ব মনোজ-এর। বৃদ্ধ মানুষটিকে বলা হয়েছে কেবল কুনুই এর সাহায্যে ঘরের জানালা, দরজা খোলার জন্যে। তিনি যে জায়গাই স্পর্শ করবেন, তা মনোজ-কে সাবান ও জল দিয়ে মুছে ফেলতে হবে।

২। মনোজ-এর বাবা কে তার ঘরে আলাদা ভাবে থাকতে হবে, কেবল শৌচাগার ব্যবহারের সময় তিনি ঘরের বাইরে বেরবেন। সুমু যে নিয়মিত তার ঠাকুরদার তাপমাত্রা দেখত, এবার সে কাজটাও মনোজ-কে করতে হবে। সে যখন এ কাজ করবে, বাড়ির আর সকলে তার থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকবে। সন্তু একটা সাদা চক দিয়ে মেঝেতে দাগ কেটে রাখল- তার ঠাকুরদার যাওয়া আসার পথ নির্দিষ্ট করতে। আর বাড়ির অন্যরা কারা কোথায় থাকবে তার জন্য চক দিয়ে গোল করে দাগ দিল সে। শিপ্রা জানে ঐ দাগ কেবল পর দিন মেঝে না মোছা অবধি থাকবে, কিন্তু তবুও এ কাজ সাহায্য করবে, বাড়ির সকলে এক দিনে এই নতুন অবস্থানের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।

৩। মনোজের বাবা শৌচাগার ব্যবহারের সময় কোন কোন জিনিষ স্পর্শ করতে পারেন এ বিষয়ে বাবার সঙ্গে ছেলের বিস্তারিত এবং অত্যন্ত অস্বস্তিকর একটি আলোচনা হয়েছে। মনোজ তার বাবা-কে বুঝিয়ে বলেছে শৌচাগার ব্যবহারের পর তিনি যা কিছু স্পর্শ করবেন তা যেন এরপর পরিষ্কার করে মুছে নেন। মনোজ তারপর আরও একবার শৌচাগার পরিষ্কার করে, সব জিনিষ মুছে নেবে।

৪। মনোজ তার বাবার জন্যে খাবার নিয়ে আসবে তার ঘরে। খাওয়ার পর বৃদ্ধকে পেছন দিকে হাত ধোয়ার জায়গায় গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিতে হবে আর তার খাওয়ার থালা বাসন শিপ্রার রাখা সাবান জলের পাত্রের মধ্যে নামিয়ে রাখতে হবে। বৃদ্ধ ছুঁয়েছেন এমন কোনো চামচ বা প্লেট মনোজ-কে আলাদা করে মাজতে হবে।

৫। বাড়িতে কোনো অতিথির প্রবেশ নিষেধ। প্রতিবেশী কাবেরী একবার এসেছিলেন, কিন্তু তাকে বাইরে দাঁড়াতে অনুরোধ করে শিপ্রা নিজেই বেরিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে নেয়।

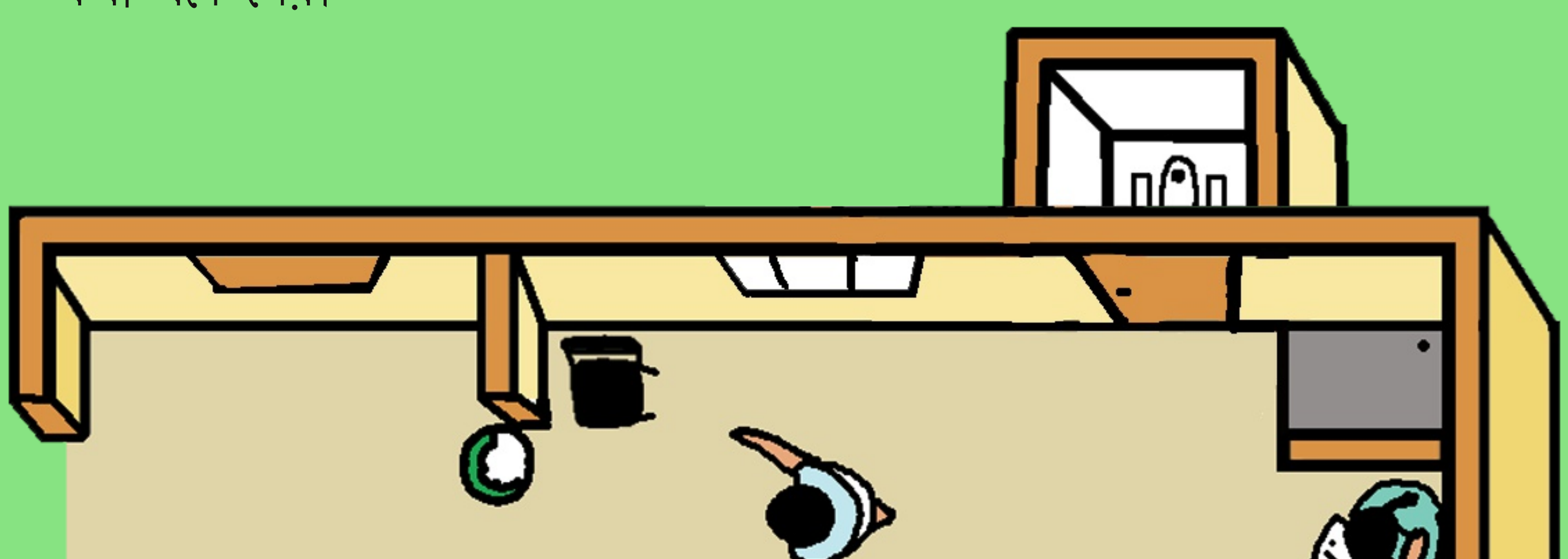

পরিবারের অন্যদেরও কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাড়ির অন্যত্রও অনেক বিষয়ে খেয়াল রাখা দরকারঃ

১। রান্নাঘরের বাইরে অন্য একটি পাত্রে সাবান জল রাখা হয়েছে, সঙ্গে রয়েছে ভেজা কাপড় যা দিয়ে বাড়ির অন্য জায়গা মুছতে হবে। এর দায়িত্ব সন্তু-র।

২। এক বালতি জলে কয়েক ফোঁটা ব্লীচ ও ডেটল ঢেলে সেই জল দিয়ে পুরো বাড়ি দিনে দুবার মুছতে হবে সুমু-কে। কেবল বাড়ির মেঝেই নয়, তার সাথে মুছতে হবে ছোট টেবিল, ফোলডিং চেয়ারগুলোও।

৩। তাদের সকলেরই নিজস্ব গামছা রয়েছে, যেগুলো প্রতিদিন রোদে শুকনো হয়। শিপ্রা তার শ্বশুরের কাপড় আলাদা করে ধুয়ে, শুকানোর ব্যবস্থা করে।

৪। সুমু বাড়ির সকলের জন্যে ভাঁজ করা কাপড়ের মাস্ক তৈরি করেছে, যখনই তাদের ঠাকুরদার সংস্পর্শে কারো যেতে হয়, তখনই সেগুলি ব্যবহার করে তারা।

শিপ্রা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সময়টা দুর্যোগপূর্ণ, কিন্তু পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করতে সে প্রস্তুত। কেবল যদি তার এবং মনোজ এর কিছু অর্থ উপার্জন করবার ব্যবস্থা হতো...তাহলে হয়তো সে আরও ভালো করে সব দিক সামাল দিতে পারতো।

দরকারি তথ্য পরিবেশন করার জন্য এবং সেগুলোর প্রাসঙ্গিকতা বোঝানোর জন্য এইসব কাহিনী উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এর জন্য খানিকটা সরলীকরণ করতে হয়েছে। বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো যথাযথ জানার জন্য আনুষঙ্গিক দলিলগুলি ওয়েবসাইটএ দেখে নিন।